যুগান্তর

তারিখ ... 25-AUG-2016 ...

পরিত্যক্ত তিন স্কুল ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি চার বছরেও

ময়মনসিংহ ব্যুরো

ময়মনসিংহ শহরের জরাজীর্ণ ৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণার চার বছর পেরিয়ে গেলেও নানা জটিলতায় এখনও ভবণ নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি। শিক্ষার্থীদের অন্য পৃথক ৩টি স্কুলে পাঠদানের সুযোগ হলেও নানা সংকটে তা ব্যাহত হচ্ছে চরমভাবে। তদারকি কম থাকায় ক্রমেই কমছে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি। এদিকে শিক্ষা কর্মকর্তারাও জানেন না, কবে নাগাদ স্কুল তিনটির টেন্ডার বরাদ্দ পাওয়া যাবে অথবা নির্মাণ কাজ শুরু হবে।

শিক্ষানগরী খ্যাত ময়মনসিংহ শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত শাখারীপট্টি, মালতি প্রভা ও গোহাইলকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতল ও ত্রি-তল ভবন। নিম্নমানের কাজের কারণে নির্মাণের ২০ বছর যেতে না যেতেই স্কুল ভবনগুলোর একাধিক স্থানে বড় বড় ফাটল ও ইট-সুরকি উঠে জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। ৩টি স্কুলের ভবনই ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় দুর্ঘটনার আশংকায় সংশ্লিষ্ট বিভাগ পরিত্যক্ত ঘোষণা করে চার বছর আগে। আর তখন থেকেই তিনটি স্কুলেরই শিক্ষার্থীদের পাঠদান ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ করে শিফট করা হয় যথাক্রমে পার্শ্ববর্তী গাঙ্গিনারপাড় ও চশমে রহমত সরকারি

ময়মনসিংহে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম

প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং গোহাইলকান্দি হাইস্কুলে। ফলে তিনটি বিদ্যালয়েই গাদাগাদি আর কোনো রকমে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। এদিকে পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ না থাকাসহ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের যাতায়াতে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ। তদারকি কম থাকায় ক্রমেই কমছে শিক্ষার্থীর উপস্থিতিও। দ্রুত পুনর্নির্মাণের দাবি জানিয়ে অভিভাবকরা জানান, বর্তমান স্কুলটি দূরে থাকায় তাদের বাড়তি ভাড়া গুনতে হচ্ছে। শিশুদের নিয়ে সব সময় ঝুঁকির মধ্যে চলাচল করতে হচ্ছে।

শাখারীপট্টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মনিরা হাবিবসহ শিক্ষকরা জানান, বিদ্যালয়টি সংস্কার বা পুনর্নির্মাণের জন্য চার বছর ধরে কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও এখন পর্যন্ত কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছে না। যাতায়াতসহ নানা সমস্যার কারণে স্কুলে শিক্ষার্থী উপস্থিতি কমে যাচ্ছে। স্কুলটি শহরের বাণিজ্যিক এলাকায় হওয়ায় দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় পরে থাকলে জায়গা দখল হওয়ার আশংকা প্রকাশ করছেন শিক্ষক ও অভিভাবকরা।

সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল্লাহেল বাকী জানান, তিনটি স্কুলের ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা সংক্রান্ত প্রতিবেদন বেশ কয়েক বার অধিদফতরে পাঠানো হয়েছে।